আপনি কি কখনো মারা গেছেন—
কিন্তু জানেন না? (Quantum Immortality)

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

আপনি কি কখনো মারা গেছেন–কিন্তু জানেন না? (Quantum Immortality)

ভূমিকা

আপনি কি কখনো এমন একটি মুহূর্তের ভেতর দিয়ে গেছেন, যেখানে মনে হয়েছিল—এইবার সব শেষ? হয়তো একটা দুর্ঘটনা, হয়তো একটা অসুখ, হয়তো এমন কোনো পরিস্থিতি যেখানে বাঁচার আশা প্রায় ছিল না।কিন্তু হঠাৎ করে সব ঠিক হয়ে গেল, আপনি বেঁচে গেলেন,

জীবন চলতে থাকল।তবুও ভেতরে কোথাও একটা অদ্ভুত অনুভূতি রয়ে গেল—যেন আপনি আগের মানুষটা আর নেই।

চারপাশের পৃথিবী একই, মানুষ একই, কিন্তু আপনিই যেন একটু আলাদা।যদি আমি বলি—সেই মুহূর্তে আপনি হয়তো এক বাস্তবতায় মারা গিয়েছিলেন,

কিন্তু আপনি সেটা জানেন না, কারণ আপনি এখন অন্য এক বাস্তবতায় আছেন—তাহলে আপনি কি এই কথাটা উড়িয়ে দিতে পারবেন? আজকের এই ভিডিওটা আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য নয়, বরং এমন এক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করানোর জন্য, যেটা এড়িয়ে গেলে হয়তো নিজের জীবনকেই ভুলভাবে বুঝে যাবেন।

উপস্থাপক পরিচিতি

আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল।আমি আজ কোনো কল্পকাহিনি শোনাতে আসিনি, আবার এমন কোনো কথা বলতেও আসিনি যা আপনার বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়। আমি শুধু সেই জায়গাটায় আলো ফেলতে চাই, যেখানে বিজ্ঞান থেমে গেছে, কিন্তু কুরআন ইশারা দিয়ে গেছে।এই আলো ভয়ংকর হতে পারে, কারণ সত্য সবসময় আরামদায়ক হয় না।তবে এই আলো যদি একবার হৃদয়ে ঢুকে পড়ে, তাহলে মানুষ আর আগের মতো থাকে না। আজকের আলোচনা আপনার চিন্তা বদলাতে পারে, জীবন দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারে, এমনকি নিজের অস্তিত্ব নিয়েও নতুন করে ভাবতে বাধ্য করতে পারে।

অধ্যায় ১: মৃত্যু মানে কি সত্যিই সব শেষ?

আমরা ছোটবেলা থেকেই শিখে আসছি, মৃত্যু মানে সব শেষ হয়ে যাওয়া।শ্বাস থেমে গেলে, হৃদস্পন্দন বন্ধ হলে, মানুষ মাটির নিচে চলে গেলে—সেখানেই গল্প শেষ।কিন্তু ইসলাম এই ধারণাকে খুব শান্তভাবে ভেঙে দেয়।কুরআন বারবার বলে, আত্মা কখনো ধ্বংস হয় না, আত্মা শুধু এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যায়।ঠিক যেমন

মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে আর জেগে ওঠে, তেমনি মৃত্যু এক ধরনের জাগরণও হতে পারে।প্রশ্ন হলো—এই জাগরণ কি সবসময় একইভাবে ঘটে? নাকি কখনো এমন হয়, যেখানে শরীর বেঁচে থাকে, কিন্তু আত্মার যাত্রা ভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়? অনেক মানুষ মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে এসে বলে, তারা জীবনকে আগের মতো অনুভব করে না। তাদের হাসি আছে, কথা আছে, কিন্তু গভীরে কোথাও একটা শূন্যতা জন্ম নেয়।এটা কি কেবল মানসিক আঘাত, নাকি মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে ফিরে আসার কোনো অদৃশ্য প্রভাব?

অধ্যায় ২: Quantum Immortality–এক ভয়ংকর প্রশ্ন

Quantum Immortality এমন একটি ধারণা, যা বলে—যখন কোনো ঘটনায় আপনার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত ছিল, তখন বাস্তবতার সব সম্ভাবনায় আপনার মৃত্যু ঘটে না।কোথাও আপনি মারা যান, আবার কোথাও আপনি বেঁচে থাকেন, আর আপনার চেতনা সেই বাস্তবতায় প্রবাহিত হয় যেখানে বেঁচে থাকা সম্ভব।আপনি সেটা টের পান না, কারণ আপনার স্মৃতি, শরীর, পরিচয় সব আগের মতোই থাকে।

কিন্তু ভেতরে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে যায়।অনেক মানুষ বলে, দুর্ঘটনার পর থেকে তারা জীবনকে দূর থেকে দেখে, যেন তারা নিজের জীবনের ভেতরে পুরোপুরি নেই।এই ধারণা ভয়ংকর, কারণ এটা প্রশ্ন

তোলে—আপনি কি সত্যিই সেই মানুষ, যাকে আপনি ভাবছেন? নাকি আপনি এমন এক ধারাবাহিকতায় আছেন, যেখানে আপনাকে নতুন করে সময় দেওয়া হয়েছে?

অধ্যায় ৩: হঠাৎ করে জীবন বদলে যাওয়ার রহস্য

অনেক মানুষ বলে, জীবনের একটা নির্দিষ্ট ঘটনার পর সবকিছু বদলে গেছে।আগে যেসব জিনিস গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেগুলো আর গুরুত্বপূর্ণ লাগে না।আগে যাদের ভালোবাসতেন, তাদের সাথেও দূরত্ব তৈরি হয়।কেউ কেউ বলে, তারা হঠাৎ করে গভীর চিন্তাশীল হয়ে গেছে, কেউ বলে, তারা দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে।

এই পরিবর্তন কি কেবল বয়স বা অভিজ্ঞতার ফল? নাকি এটা সেই মুহূর্তের প্রভাব, যেখানে বাস্তবতা ভেঙে গেছে? যদি আপনি এক বাস্তবতায় পড়ে গিয়ে থাকেন, আর অন্য এক বাস্তবতায় এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে আপনার অনুভূতিগুলো বদলানো কি অস্বাভাবিক? এই প্রশ্ন মানুষকে অস্থির করে তোলে, কারণ এর উত্তর সহজ নয়।

অধ্যায় ৪: Déjà vu–স্মৃতির ভুল না আত্মার নীরব সাক্ষ্য?

Déjà vu এমন একটা অভিজ্ঞতা, যেটা মানুষকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য থমকে দেয়।আপনি হঠাৎ করে মনে করেন, এই দৃশ্যটা আপনি আগেও দেখেছেন, এই কথোপকথনটা আগেও শুনেছেন, এই জায়গাটায় আপনি আগেও দাঁড়িয়ে ছিলেন।অথচ যুক্তি দিয়ে ভাবলে বোঝা যায়–এটা অসম্ভব।বিজ্ঞান বলে, এটা মস্তিষ্কের ভুল সংকেত। কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে ভাবলে প্রশ্নটা আরও গভীর হয়ে যায়।

আত্মা কি সত্যিই সময়ের ভেতরে বন্দি? নাকি আত্মা সময়কে একসাথে দেখতে পারে, যেখানে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ আলাদা নয়? কুরআনে আল্লাহ আমাদের জানান, সময় তাঁর সৃষ্টি, আর সৃষ্টি কখনো স্রষ্টাকে বেঁধে রাখতে পারে না।যদি আত্মা গায়েবের জগতের সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে আত্মার কাছে সময় ভাঙা কোনো দেয়াল নাও হতে পারে।Déjà vu তখন কেবল স্মৃতির ভুল নয়, বরং আত্মার এমন কোনো স্তরের সাথে সংযোগ, যেটা আমরা সচেতনভাবে বুঝতে পারি না।অনেক সময় এই অনুভূতি আসে বড় কোনো সিদ্ধান্তের আগে, বড় কোনো ঘটনার মুখে।যেন আত্মা ইশারা দিচ্ছে– এই পথ তুমি আগেও অতিক্রম করেছ, অথবা এই মুহূর্ত তোমার জন্য নতুন নয়।এই অনুভূতি ভয়ংকর, কারণ এটা আমাদের বাস্তবতার

সরল ধারণাকে ভেঙে দেয় এবং প্রশ্ন তোলে—আমরা কি সত্যিই প্রথমবার এই জীবনটা বাঁচছি?

অধ্যায় ৫: কুরআনের আলোকে বহু বাস্তবতা ও আত্মার যাত্রা

কুরআনে আল্লাহ নিজেকে পরিচয় দেন "রব্বুল আলামিন" হিসেবে, অর্থাৎ সমস্ত জগতের প্রতিপালক।এখানে "জগত" শব্দটা একবচন নয়, বহুবচন।আমরা যে দুনিয়ায় বাস করি, সেটাই যদি সব হতো, তাহলে এই বহুবচনের কোনো অর্থ থাকত না।ইসলাম আমাদের জানায়, গায়েবের জগত আছে, বরযখ আছে, মালাকুত আছে—এগুলো সবই বাস্তবতার স্তর।মানুষ যখন মারা যায়, তখন সে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে যায়, কিন্তু আত্মা থাকে।এখন প্রশ্ন হলো—এই যাত্রা কি সবসময় শরীর ধ্বংসের মাধ্যমেই হয়? নাকি কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি আসে, যেখানে বাস্তবতার স্তর বদলায়, কিন্তু শরীর টিকে থাকে? কুরআন সরাসরি Quantum Immortality শব্দ ব্যবহার করে না, কিন্তু আত্মার স্থায়িত্ব আর বাস্তবতার বহুত্বের যে ধারণা দেয়, তা এই প্রশ্নকে উড়িয়ে দিতে দেয় না।যদি আল্লাহ চান, তিনি কাউকে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় স্থানান্তর করতে পারেন চোখের পলকে।তখন মানুষ বাইরে থেকে বেঁচে আছে মনে হয়, কিন্তু ভেতরে

তার যাত্রা সম্পন্ন হয়ে গেছে।এই ভাবনাটা ভয়ংকর, কারণ এটা বোঝায়—আমরা যা দেখি, সেটাই শেষ সত্য নয়।

অধ্যায় ৬: মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখা—পরিবর্তনের নীরব শুরু

যারা মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছে, তাদের চোখে জীবন আর সাধারণ থাকে না।তারা হয়তো সেই অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলতে পারে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা বদলে যায়।অনেকেই বলে, তারা বেঁচে ফিরে এসে পৃথিবীকে একটু দূর থেকে দেখতে শুরু করেছে, যেন তারা পুরোপুরি এখানে নয়।কেউ কেউ হঠাৎ করেই দুনিয়ার মোহ হারিয়ে ফেলে, কেউ আবার গভীরভাবে ইবাদতের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ইসলাম বলে, আল্লাহ কাউকে বাঁচিয়ে রাখলে সেটা শুধু দয়া নয়, বরং দায়িত্ব।হয়তো সেই মানুষটার কাজ এখনো শেষ হয়নি, হয়তো তাকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে।এই সুযোগ কোনো সাধারণ উপহার নয়, এটা পরীক্ষা।কারণ দ্বিতীয়বার বেঁচে থাকা মানে হিসাব আরও কঠিন হওয়া।মানুষ তখন বুঝতে শুরু করে, জীবন হালকাভাবে কাটানোর বিষয় নয়।

প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি দিন, প্রতিটি সিদ্ধান্তের ওজন আছে।মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে আসা তাই শুধু গল্প নয়, এটা আত্মার জন্য এক নীরব সতর্কবার্তা—এখনো সময় আছে, কিন্তু সময় চিরকাল থাকবে না।

অধ্যায় ৭: যদি আপনি সত্যিই ফিরে এসে থাকেন—তাহলে এই জীবন আর সাধারণ নয়

ধরুন, সত্যিই এমন হয়েছে যে আপনি কোনো এক বাস্তবতায় পড়ে গিয়েছিলেন, আর এখন অন্য এক বাস্তবতায় বেঁচে আছেন।এই ধারণাটা শুনতে ভয়ংকর লাগলেও এর ভেতরে লুকিয়ে আছে গভীর দায়িত্ব।কারণ এই জীবন তখন আর সাধারণ জীবন থাকে না, এটা হয়ে যায় আমানত।আপনি যেভাবে কথা বলেন, যেভাবে সিদ্ধান্ত নেন, যেভাবে সময় কাটান—সবকিছু নতুন অর্থ পায়।

আগে যেটাকে আপনি হালকাভাবে এড়িয়ে গেছেন, এখন সেটা ভারী মনে হয়।অনেক মানুষ বলে, তারা বেঁচে থাকার পর থেকে অকারণে পাপ করতে ভয় পায়, মিথ্যা বলতে অস্বস্তি লাগে, অন্যায় দেখলে ভেতরে কাঁপুনি দেয়।এটা কাকতাল নয়।এটা সেই অনুভূতি, যেখানে আত্মা বুঝে ফেলে—এই সময়টা ধার করা।

ইসলাম বলে, আল্লাহ কাউকে যখন দ্বিতীয় সুযোগ দেন, তখন তার কাছ থেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করেন।কারণ সুযোগ

পাওয়া মানেই দায়িত্ব পাওয়া।এই অধ্যায় আমাদের শেখায়—যদি আপনি ফিরে এসে থাকেন, তাহলে এই জীবন আপনাকে বদলাতেই হবে।

অধ্যায় ৮: আত্মা কেন কখনো কখনো নিজেকে অচেনা মনে করে

অনেক মানুষ আছে, যারা বলে—আমি নিজের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাই না।আয়নায় তাকিয়ে নিজের চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, এই চোখের পেছনে কেউ আরেকজন আছে।এই অনুভূতিটা ভয়ংকর, কিন্তু একেবারে বাস্তব।কারণ আত্মা যখন কোনো গভীর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যায়, তখন তার উপলব্ধি বদলে যায়।সে আগের মতো দুনিয়াকে দেখে না।

হাসি, কান্না, সম্পর্ক—সবকিছুর অর্থ পাল্টে যায়।ইসলামি দৃষ্টিতে আত্মা খুব সূক্ষ্ম জিনিস, যা দেহের সাথে থাকলেও দেহের মতো সীমাবদ্ধ নয়।তাই আত্মা এমন কিছু বহন করতে পারে, যা মস্তিষ্ক ব্যাখ্যা করতে পারে না।এই অচেনা লাগা মানে আপনি ভুল মানুষ নন,

বরং আপনি জেগে উঠছেন।অনেক সময় এই জাগরণ মানুষকে একাকী করে দেয়, কারণ সবাই এই অনুভূতি বুঝতে পারে না।কিন্তু এই একাকীত্বই অনেক সময় মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে।

অধ্যায় ৯: এই জ্ঞান ভয় নয়, বরং সতর্কবার্তা

এই আলোচনা যদি আপনার মনে ভয় তৈরি করে, তাহলে সেটার কারণ বিষয়টা নয়, বরং সত্যের ভার।সত্য সবসময় আরামদায়ক হয় না।

এই জ্ঞান আপনাকে আতঙ্কিত করার জন্য নয়, বরং সতর্ক করার জন্য। জীবন যে খুব নাজুক, সময় যে খুব সীমিত—এই কথাটা আমরা জানি, কিন্তু মানি না।

Quantum Immortality বা আত্মার যাত্রার ধারণা আমাদের সেই জায়গায় আঘাত করে, যেখানে আমরা ভাবি—আমাদের হাতে অনেক সময় আছে।কিন্তু যদি এই জীবনটাই আপনার শেষ সুযোগ হয়?

যদি আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রেখে শুধু এইটুকুই দেখতে চান—আপনি কি বুঝলেন? এই প্রশ্ন মানুষকে থামিয়ে দেয়।ভয় নয়, এই থামাটাই দরকার।কারণ যে থামে না, সে পথও বদলায় না।

অধ্যায় ১০: এখন আপনার করণীয় কী—প্রশ্ন থেকে আমলের পথে

এত কথা শোনার পর সবচেয়ে বড় ভুল হবে শুধু ভাবতেই থাকা। ইসলাম চিন্তার সাথে সাথে কাজ চায়।এখন আপনার করণীয় খুব সাধারণ, কিন্তু খুব কঠিন।নামাজে মন ফেরানো, কথায় সততা আনা, অহেতুক ক্ষোভ ছাড়ার চেষ্টা করা, অন্যায়ের সাথে আপস না করা।

আপনি জানেন না, এই জীবনটা আপনার কোন অধ্যায়ের জীবন।তাই প্রতিটি দিনকে এমনভাবে নিন, যেন এটাকেই হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ কাউকে বাঁচিয়ে রাখলে তার মানে এই নয় যে সে নিরাপদ, বরং এর মানে সে পরীক্ষায় আছে।এই অধ্যায় আমাদের বলে—এখন প্রশ্ন নয়, প্রস্তুতি দরকার।

বিশেষ অধ্যায়: আত্মা কি এক বাস্তবতা থেকে আরেকটিতে এসেছে—তা বোঝার আত্ম-সচেতনতার সাধনা

এই সাধনাটি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য নয়, কোনো গায়েব জানার দাবি করার জন্যও নয়।এটি শুধুমাত্র নিজের আত্মাকে স্থির করে সত্য উপলব্ধির জন্য।কারণ ইসলাম আমাদের শেখায়, আত্মা পরিষ্কার না হলে সত্য ধরা দেয় না।এই সাধনাটি এমনভাবে করা হবে, যেন কোনো কল্পনা, কোনো বিভ্রম বা মানসিক উত্তেজনা তৈরি না হয়।

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে, যখন চারপাশ নীরব থাকে এবং দুনিয়ার শব্দ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ওযু করে একটি পরিষ্কার জায়গায় বসবেন।বসার সময় শরীর আর মনের মধ্যে কোনো তাড়াহুড়া থাকবে না।

প্রথমে তিনবার দরুদ শরীফ পড়বেন, যেন হৃদয় নরম হয় এবং মন স্থির হয়।এরপর সাতবার ধীরে ধীরে পড়বেন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" , কারণ এই আয়াত আত্মাকে তার মূল সত্যের দিকে ফেরায়।

তারপর এগারোবার পড়বেন "ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম" , কারণ এই দুটি নাম জীবিত থাকা এবং টিকে থাকার প্রকৃত অর্থ স্মরণ করিয়ে দেয়।

এরপর চোখ বন্ধ করে কোনো দৃশ্য কল্পনা না করে শুধু মনে মনে বলবেন– "হে আল্লাহ, যদি আমি কোনো পরীক্ষার সময় অতিক্রম করে এসে থাকি, তাহলে আমাকে এই জীবনের হক আদায় করার শক্তি দিন।"

এরপর পাঁচ মিনিট সম্পূর্ণ নীরবে বসে থাকবেন।কোনো অনুভূতি এলে তা ধরার চেষ্টা করবেন না, শুধু ছেড়ে দেবেন।এই সাধনার উদ্দেশ্য উত্তর পাওয়া নয়, বরং অন্তরের ভার হালকা হওয়া।

উপসংহার: মৃত্যু সবসময় শেষ নয়, কিন্তু প্রতিটি জীবনই পরীক্ষা

এই ভিডিও কোনো ভৌতিক গল্প নয়, কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রদর্শনীও নয়।এটা এক ধরনের আয়না, যেখানে মানুষ নিজের দায়িত্বের মুখোমুখি হয়।হয়তো আপনি কখনো মারা যাননি, আবার হয়তো গেছেন—এই প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর আমরা কেউ জানি না।কিন্তু এটুকু নিশ্চিত, আপনি এখন বেঁচে আছেন।আর এই বেঁচে থাকা হালকাভাবে নেওয়ার মতো কিছু নয়।ইসলাম আমাদের শেখায়, মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু সময় অনিশ্চিত।যে এই সত্যটা বুঝে নেয়, সে প্রস্তুত হয়।আর যে বোঝে না, সে শুধু দিন গুনে যায়।আল্লাহ আমাদের সবাইকে এমন জীবন দেওয়ার তাওফিক দিন, যার উত্তর দিতে আমরা লজ্জিত হব না।আমিন।

(Quantum Immortality, আত্মা ও বাস্তবতা বিষয়ক ১২টি সাধনার টপিক)

এই ভিডিওর বিষয়কে কেন্দ্র করে আসছে আমার বিশেষ আধ্যাত্মিক মেগাক্লাস, যেখানে ধাপে ধাপে আলোচনা ও সাধনা থাকবে—

1. আত্মা, রূহ ও চেতনার পার্থক্য বোঝার সাধনা
2. মৃত্যুভয় কাটিয়ে আত্মাকে স্থির করার সাধনা

3. আত্মা কেন সময়কে ভিন্নভাবে অনুভব করে—এই উপলব্ধির সাধনা

4. দুর্ঘটনা ও বেঁচে যাওয়ার পর আত্মার পরিবর্তন বোঝার সাধনা

5. Déjà vu ও আত্মার স্মৃতি পরিষ্কারের সাধনা

6. বাস্তবতার স্তর বুঝতে আত্ম-সচেতনতার সাধনা

7. দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়া আত্মার দায়িত্ব উপলব্ধির সাধনা

8. আত্মার ভার ও অস্থিরতা দূর করার সাধনা

9. গায়েব ও দুনিয়ার মাঝামাঝি অনুভূতি সামলানোর সাধনা

10. জীবনকে আমানত হিসেবে গ্রহণ করার মানসিক সাধনা

11. মৃত্যুর আগে আত্মাকে প্রস্তুত করার সাধনা

12. শেষ জীবনের হিসাব সহজ করার আত্মশুদ্ধির সাধনা

ইনশাআল্লাহ, এই মেগাক্লাসে আলোচনা থাকবে মার্জিত, নিরাপদ এবং শরিয়তের সীমার ভেতরে।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন।

আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন।জাঝাকাল্লাহু খাইরান।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732